বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা
সান্ধ্য সংস্করণ

১১ আষাঢ় ।। ১৪৩১।। বৃহস্পতিবার । ২৬ জুন ২০২৫ ।। ১ ম বর্ষ ২৬ সংখ্যা ।। ২ পাতা

একুশের প্রস্তুতি নিয়ে বিধায়কদের বিশেষ 'টাস্ক' দিলেন মমতা

আগ্রা ও প্রয়াগরাজে গড়ে উঠবে বিশ্বমানের নয়া শিল্পতালুক

ফের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি বঙ্গে! বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা।

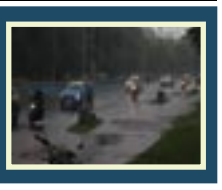

চিনে গিয়ে পাকিস্তানের নাম না করে সরব রাজনাথ

নয়া জামানা, ডিজিটাল ডেস্ক ঃ পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করে কোন বিবৃতি দেয়া হলো না। তাই বৃহস্পতিবার সাংহাই কো - অপারেশন স মেলনে কোনরকম যৌথ বিবৃতি ছাড়াই শেষ হয়ে গেল। বিবৃতির জন্য খসড়া প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু ভারত তাতে সই করেনি। কারণ ওই প্রস্তাবে কোথাও পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের উল্লেখ করা হয়নি। তাই যৌথ বিবৃতি ছাড়াই ওই স মেলন শেষ হয়ে যায়। এদিন চিনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের নিয়ে সাংহাই কো অপারেশনের স মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই স মেলনে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং পাকিস্তানের নাম না করে পরিষ্কার বলেছেন কিছু দেশ সন্ত্রাসবাদ নিয়ে দু মুখো নীতি গ্রহণ করে চলেছে। বিশ্বের শান্তি বজায় রাখতে তাদের অবিলম্বে দ্বিমুখী নীতি পরিত্যাগ করা উচিত। তিনি বলেছেন সন্ত্রাসবাদের যারা পৃষ্ঠপোষক, আর্থিক মদতদাতাএবং

পরোক্ষে মদতদাতাদের জবাবদিহি করতেই হবে। কারণ এই পৃথিবীতে এখ ন শান্তি নিরাপত্তার অভাব বোধ দূর করা কঠিন চ্যালেঞ্জ।

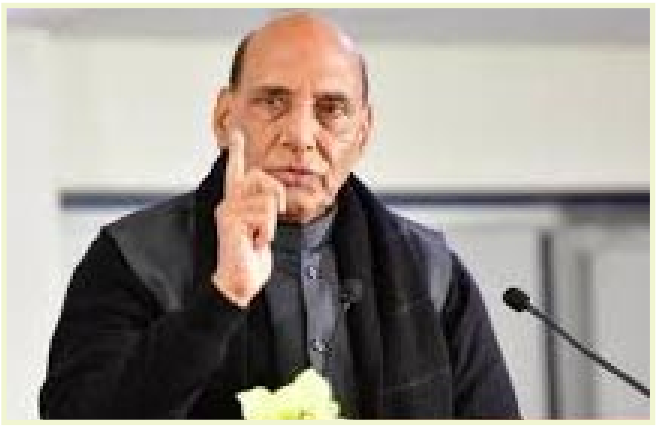

প্রথমে রাজনাথ সিং করেন। এরপর এই সংগঠনের দশটি সদস্য দেশ যথাক্রমে - চীন, কাজাকিস্তান, পাকিস্তান, রাশিয়া, কিরঘি সহান,তাজাখি স্থান, উজবেকিস্তান, ইরান এবং বেলারুসের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা বক্তব্য পেশ করেন। ভারত সন্ত্রাসবাদ নিয়ে সরব হলেও অন্যরা ছিল নিরব। শেষ পর্যন্ত যৌথ বিবৃতিতে সন্ত্রাসবাদ দমনে কোন বক্তব্য না থাকায় ভারত আর সই করেনি। এরপর বিবৃতি ছাড়াই স মেলন শেষ হয়ে যায়। তবে বিশ্বের কাছে ভারত যে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে সরভ হবেই এ দিন তা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

মহাকাশ থেকে তথ্য পাঠানো শুরু

নয়া জামানা, ডিজিটাল ডেস্ক ঃ দীর্ঘ ২৮ ঘন্টা সফর শেষ করে মহাকাশের স্পেস সেন্টারে পৌঁছে গেল শুভাংশু সহ চার নভোচ্চর। এই অভিযানে শুভাংশু শুক্লা ছাড়াও রয়েছেন আরো তিনজন। নিজের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে সুভাংশু বলেছেন প্রথমে যখন যাত্রা করলাম তখন এক অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছিল। কিন্তু এখন আমি মহা আনন্দে। সতীর্থরা বলেছে গতকাল নাকি প্রায় ২৪ ঘন্টায় আমি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি।

এটাও এক বিরল অভিজ্ঞতা। তবে মাধ্যাকর্ষণ শূন্য এখানে এসে আমার শিশুদের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। বলতে পারেন আমি এখন এখানে শিশুদের মত

হাঁটছি। শিখছি কিভাবে খে তে হয়। এক অন্য অভিজ্ঞতা। পৃথিবী থেকে ৪১৩ কিলোমিটার দূরে ড্রাগন পাক খাচ্ছিল সেই সময় মনের মধ্যে এক বিরল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছিলাম। ডকিং পিরিয়ডের আগে স্টেশন পৌঁছতে ২৬ হাজার ৫০০ কিলোমিটার বেগে ড্রাগন এগিয়ে চলেছিল। মহাকাশ স্টেশনে ১৪ দিন এই নভশ্চর দের থাকতে হবে। মহাশূন্যে তারা সব রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবে। ড্রাগন ৪ ইতিমধ্যে ২৪ ঘন্টা কাটিয়ে ফেলেছেন মহাকাশচারীরা। বিভিন্ন তথ্য আসার পরে তারা সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছেন। সেইসব তথ্য দ্রুত চলে যাচ্ছে নাসাতে।প্রত্যেক মহাকাশচারী বলেছেন আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত এই অভিজ্ঞতা। যা চিরকাল আমাদের মনে থাকবে।

নির্বাচন কমিশনের নয়া নির্দেশিকায় তীব্র আপত্তি জানালেন মমতা

নয়া জামানা ঃ সামনেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ভোটার তালিকায় নাম তোলা নিয়ে একগুচ্ছ নয়া নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেই নির্দেশিকা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিঘা থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তীব্র আপত্তি জানালেন মুখ ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জি। তাঁর দাবি, কমিশনের এই নতুন নির্দেশিকা বিহার ভোটের আগে প্রকাশ করা হলেও এর আসল উদ্দেশ্য বাংলার বিধানসভা ভোট। ২০২৬ সালে বাংলায় নির্বাচন রয়েছে। সেই ভোটকে নিশানা করেই এই নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে। এমনকি, নির্বাচন কমিশন গঠন করা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ।তিনি জানান, এই নির্দেশিকার আসল টার্গেট বিহার নয়, বাংলা। তাদের নিশানা বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক, তাদের নিশানা আসল বাংলার সাধারণ মানুষ। কারণ, তারা ভয় পেয়েছে।

নতুন ওবিসি তালিকা বাতিল, পুরনোতেই কলেজে ভর্তি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ কলেজে ভর্তি হওয়ার পোটাল বাতিল করলো না হাইকোর্ট। ওবিসি নিয়ে আদালত অবমাননা করার যে মামলা হয়েছে সেখানে রাজ্য সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিল ওবিসি তালিকার এ এবং বি ক্যাটিগরি আপাতত কলেজে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে চালু হবে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। রাজ্য সরকারের এই মন্তব্য করার পর বিচারপতি রাজা শেখর মানথা বলেন আদালত আশা করে রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে চলবে। কারণ ২০১০ সালের পর থেকে হাইকোর্টি ওবিসি তালিকা বাতিল করে দেয়। এরপর গত ১৮ জুন সাংবাদিক বৈঠক করে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ভর্তির পোর্টাল চালু করেন। ওই বৈঠকেই প্রশ্ন উঠেছিল ওবিসি তালিকা নিয়ে কি হবে। কারণ ততদিনে রাজ্য সরকার ওবিসি এ এবং ওবিসি দি ক্যাটেগরি ঘোষণা করে দিয়েছে।এরপরই আদালত অবমাননার মামলা হয়। যদি ওই সাংবাদিক বৈঠকে শিক্ষা সচিব বিনোদ কুমার বলেছিলেন আমরা আইনের পথে ঠিক আছি। ভোটটি নিয়ে সমস্যা হবে না ওবিসিদের। শেষ পর্যন্ত আদালতে ভুল স্বীকার করতেই হল রাজ্য শিক্ষা দপ্তর কে। রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী জানান গোটা বিষয় কি এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। তাই সুপ্রিম কোর্ট তাই দেবার পর সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। এরপরই বিচারপতি রাজা শেখ র মানথা বলেন ভর্তির পোর্টালের উপরে কোন নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করছে না আদালত। অর্থাৎ আপাতত ২০১০ সালের সর্বশেষ ওবিসি তালিকা অনুযায়ী কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে।

খুলল দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের দ্বার, শুরু বিশেষ পুজোপাঠ

নয়া জামানা ঃ বৃহস্পতিবার থেকেই দিঘায় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মহাদর্শন। আজ ৫৬ ভোগ নিবেদন সহ বিশেষ মিষ্টি অর্পণ করা হবে মন্দিরে। জ্বরের পর উঠে যার স্বাদ নেবে তিনজনেই। রথযাত্রার প্রাক্কালে, আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ভক্তদের জন্য খুলে গেল দিঘা জগন্নাথ ধামের দরজা। দীর্ঘ অসুস্থতার পর 'নেত্র উৎসব' সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আজ সকাল ছ'টা থেকে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দর্শন পাবেন আপামর সাধারণ মানুষ।ভোর হতেই দিঘা জগন্নাথ ধামে ভক্তদের ঢল নামে। মন্দির চত্বরে বাজতে থাকে শঙ্খ, ঘণ্টা ও কীর্তনের ধ্বনি। শুরু হয় মঙ্গলারতি ও বিশেষ পুজোপাঠ। পুরোহিতরা চিরাচরিত নিয়মে দেবতাদের স্নান, অলংকার ও পুষ্পসজ্জা করেন। এরপরই দেবতাদের 'নবযৌবন' রূপে প্রথমবার দর্শনের সুযোগ পান ভক্তরা।এদিন ভক্তদের মধ্যে বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে

জানানো হয়েছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে দর্শনার্থীদের প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।এদিন রাশিয়া, ইউক্রেন, চীন সহ বিভিন্ন দেশ থেকে ৫০ জন বিদেশি ভক্ত এসে পৌঁছেছেন। তাঁরাও আজকে জগন্নাথ দর্শন সেরে নিজেদের মত করে রান্নার মাধ্যমে নিরামিষ ভোজন আয়োজন করছেন। বিদেশি পর্যটক হেয়-সুনহান জানিয়েছেন, জগন্নাথ, শ্রীকৃষ্ণ, রাধাদেবী, বলরামদেব, সুভদ্রাদেবীর অশেষ মহিমায় তাঁরা আজকে এখানে কৃপা দর্শন করলেন। শুধু তাই নয় তিনি আরও জানান, ইউক্রেন-রাশিয়া, ইরান-ইজরায়েল বা বিশ্বজুড়ে যে যুদ্ধ অশান্তি পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে তাঁরা ঈশ্বরের কাছে শান্তির প্রার্থনা করেন। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে দিঘা শহরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ দিঘায় রয়েছেন। এবং বিকেলে মন্দিরে পুজো দেওয়ার কথা রয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীদের টহল ও ভিড় সামলাতে বিশেষ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে উল্লেখ্য, আগামিকাল ২৭ জুন দিঘায় মহাসমারোহে পালিত হবে রথযাত্রা উৎসব।

কমোড থেকে খাট- সবই সোনায় মোড়া!

কলকাতা থেকে ৩ ঘণ্টা দূরেই আছে পৃথিবীর একমাত্র সোনার হোটেল!

নয়া জামানা ঃ এক সময় বামপন্থীরা মিছিল করে স্লোগান দিতেন, ততোমার নাম, আমার নাম, ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম। পশ্চিমবাংলায় বামেরা শক্তি হারালেও সে যাত্রায় কিন্তু সফল হয়েছিল আন্দোলন। পশ্চিম এশিয়ার দরিদ্র দেশটি থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিল মার্কিন সেনা। সেই থেকেই বামপন্থী আন্দোলনের সাফল্যের স্ট্যা প বহন করছে দক্ষিণ এশিয়ার ছোট্ট এই দেশটি। কিন্তু জানেন কি, সেই হো চি মিনের দেশেই রয়েছে এমন এক হোটেল যেখ ানে উদযাপিত হয় চূড়ান্ত বিলাসিতা ?ভি য়েত নামের রাজধানী হ্যানয়ে অবস্থিত ডলচে হ্যানয় গোল্ডেন লেক হোটেল, বিশ্বের সবচেয়ে পরিচিত

হোটেলগুলির মধ্যে অন্যতম। অদ্ভুত এই হোটেলের প্রায় সব কিছুই ২৪ ক্যারেট সোনার প্রলেপে মোড়া। হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন।

২০২০ সালে উদ্বোধন হওয়া এই পাঁচতারা হোটেলের বাইরের দেওয়াল থেকে শুরু করে বাথটাব, বেসিন, শাওয়ার হেড, খাওয়ার প্লেট, চামচ, এমনকি টয়লেট পর্যন্ত সোনার প্রলেপে ঢাকা। এমনকী হোটেলের ২৫ তলার ছাদে রয়েছে একটি গোল্ড-প্লেটেড ইনফিনিটি সুইমিং পুল, যা সূর্যের আলোয় ঝলমল করে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।এই প্রকল্পের পেছনে রয়েছে হোয়া বিহ গ্রুপ। হোটেল মালিকদের অবশ্য দাবি, তৈরি করতে বেশি খরচ হলেও, হোটেলটির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বরং কম। কারণ সোনা একটি বর ধাতু। অর্থাৎ এতে মরচে পড়ে না, ক্ষয়ও হয় না। পাশাপাশি এটি বিশ্বের একমাত্র সোনায় মোড়া হোটেল হওয়ায়, সারা দুনিয়া থেকে পর্যটকরা আসেন হোটেলে থাকতে। প্রায় ২০০ কক্ষ বিশিষ্ট এই হোটেলে এক রাতের খরচ প্রায় ২৫০ মার্কিন ডলার থেকে শুরু হয়। যা ভারতীয় মুদ্রায় ২১ হাজার টাকার কিছুটা বেশি। ভ্রমণ প্রেমীদের জন্য জানিয়ে রাখা ভাল, যে কলকাতা থেকে হ্যানয় যাওয়ার বিমানও পাওয়া যায় সহজেই। নন-স্টপ বিমানে চড়লে সময় লাগে মাত্র তিন ঘণ্টা।

কিভাবে চিনবেন বহুগামী পুরুষ?

চাণক্যের মতে, কিছু পুরুষ আছেন যাঁদের মধ্যে নারী-আকর্ষণের প্রবল প্রবণতা দেখা যায়। এই ধরনের পুরুষদের আচরণ ও মনোবৃত্তি সম্পর্কে চাণক্য বিশেষ সতর্কবার্তা দিয়েছেন।

নয়া জামানা ঃ ভারতীয় মেধা ও কূটনীতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম আচার্য চাণক্য। তিনি শুধু রাজনীতি বা অর্থনীতির জ্ঞানই দেননি, মানব জীবনের বহু সূক্ষ্ম দিক নিয়েও রেখে গেছেন গভীর পর্যবেক্ষণ ও দিকনির্দেশ। তাঁর 'চাণক্য নীতি'-তে এমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, যা আজকের যুগেও আশ্চর্যরকম প্রাসঙ্গিক। চাণক্যের মতে, কিছু পুরুষ আছেন যাঁদের মধ্যে নারী-আকর্ষণের প্রবল প্রবণতা দেখা যায়। এই ধরনের পুরুষদের আচরণ ও মনোবৃত্তি স পর্কে চাণক্য বিশেষ সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তাঁর মতে, এরা আত্মপ্রচারে ব্যস্ত থাকেন;চেহারা, পোশাক, সৌন্দর্যচর্চায় এদের অতি আগ্রহ। উদ্দেশ্য একটাই;নতুন নারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ।এই ধরণের পুরুষদের চোখ সাধারণত এক জায়গায় স্থির থাকে না। তাঁরা একাধিক নারী বন্ধুর সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগ রাখেন এবং নিজের ব্যক্তিগত স পর্ক;স্ত্রী বা প্রেমিকাকে প্রকাশ্যে আনতে অনীহা দেখান। তাদের অভ্যাস হলো;একটি স পর্ক গড়ে তোলার পরও নতুন স পর্কের খে াঁজ চালিয়ে যাওয়া।চাণক্য মনে করতেন, এই ধরনের পুরুষদের উপর অতিরিক্ত ভরসা করা উচিত নয়। যাঁরা জীবনসঙ্গী বাছাইয়ের কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য চাণক্যের এই পর্যবেক্ষণ হতে পারে এক কার্যকর দিকনির্দেশ।বিশেষ দ্রষ্টব্য এই প্রতিবেদনটি ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে প্রচলিত চাণক্য নীতির উপরে ভিত্তি করে রচিত। এর কোনও মনোবিদ বা সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ না-ও থাকতে পারে। নিজের স পর্ক সংক্রান্ত জিজ্ঞাসায় বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়া সর্বদা বাঞ্ছনীয়।

২৫০ বছর বাঁচবে মানুষ!

নয়া জামানা ঃ মৃত্যু এক চরম সত্য। জন্মালে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কোনও কিছুই যে চিরস্থায়ী নয়, সে কথা মৃত্যুই বুঝিয়ে দেয়। তবে মন মানতে চায় না সেকথা। তাই তো নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে আয়ু বাড়ানোর প্রচেষ্টা চলে আসছে। আর মানুষের সেই দীর্ঘদিনের সাধ পূরণ হল বলে! আগামী দিনে ২৫০ বছর বাঁচবে মানুষ! স প্রতি গবেষণায় উঠে এসেছে এমনই তথ্য। জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা আই ইউ আই নামক একটি ওষুধ চিহ্নিত করেছে, যা কোষে প্রোটিনের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নত করে। ফলে বার্ধক্যের গতি উল্লেখ যোগ্যভাবে কমে যেতে পারে। এমনকী মানুষের আয়ু ২৫০ বছর পর্যন্ত বাড়ানোর দরজাও খুলে দিতে পারে ওই ওষুধ। বার্ধক্য একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া। বেশিরভাগ সময়ে বার্ধক্যের সঙ্গে বিভিন্ন রোগ জড়িত থাকে। বার্ধক্যের অন্যতম প্রধান কারণ হল শরীরের কোষের মধ্যে প্রোটিনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া, যা প্রোটিওস্ট্যাসিস নামে পরিচিত। আসলে কোষগুলোতে এমন প্রক্রিয়া রয়েছে যা ক্ষতিগ্রস্ত প্রোটিন শনাক্ত করে এবং ভেঙে দেয়।

এক ছোবলেই ছবি

নয়া জামানা ঃ বহুদিন থেকে গবেষকরা নানা ধরণের কাজ করছেন। তাদের এই কাজের মধ্যে অন্যতম ছিল কীভাবে ব্রেস্ট ক্যান্সারকে রোখা যাবে। যদিও এবিষয়ে নানা ধরণের চিকিৎসা এখন শুরু হয়েছে। তবে সেখানে থেমে থাকতে চায় না গবেষকরা।

গবেষকরা মনে করছেন মহিলাদের মধ্যে সবথেকে বেশি ক্ষতিকর যে দিকটি থাকে সেটি হল ব্রেস্ট

ক্যান্সার। এটি এমন একটি ক্যান্সার যেটি বর্তমানে বেশিরভাগ মেয়ের জীবনে নিয়ে আসে বিরাট আক্ষেপ। তবে এখান থেকেই ব্রাজিলের গবেষকদের হাতে বিরাট একটি আবিষ্কার এসেছে।

সম্পাদক মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।